তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৯৪

**ভিয়েনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস উদযাপিত**

ভিয়েনা, ১ পৌষ (১৬ ডিসেম্বর) :

ভিয়েনাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস ও স্থায়ী মিশন যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং নানাবিধ কর্মসূচির মাধ্যমে আজ ৪৯তম মহান বিজয় দিবস উদযাপন করেছে। সকালে দূতাবাস প্রাঙ্গণে অস্ট্রিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। পরে তিনি দূতাবাসের অন্য কর্মকর্তাদের নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

এরপর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে বিশেষ আলোচনা সভা শুরু হয়। প্রথমেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবারের সকল শহীদ, জাতীয় চার নেতা, ও মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদের সম্মানে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ ও প্রচার করা হয়। করোনা পরিস্থিতির কারণে অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও স্লোভেনিয়ায় বসবাসরত অর্ধশতাধিক বাংলাদেশি অনলাইনে বিজয় দিবসের তাৎপর্য নিয়ে সাধারণ আলোচনায় যোগদান করেন।

দূতাবাসের প্রথম সচিব ও দূতালয় প্রধান মোঃ তারাজুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সাধারণ আলোচনায় বক্তাগণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তাঁরা স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতার দূরদর্শী নেতৃত্ব, দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রাম, স্বাধীনতা-উত্তর দেশ গঠনে বঙ্গবন্ধুর অবদান ও স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক গৃহীত দূরদর্শী নানা নীতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। তাঁরা বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁরা বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা অক্ষুণ্ণ রাখা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঠিক বাস্তবায়নের ওপর আলোকপাত করেন। বক্তাগণ বাংলাদেশ সরকারের কাছে ভিয়েনাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ও ভিয়েনায় স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণের দাবি জানান।

আলোচনা সভা শেষে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সকল শহীদ, জাতীয় চার নেতা ও মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদের আত্মার মাগফিরাত এবং দেশের অব্যাহত শান্তি-সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

#

তারাজুল/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/২২২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৯৩

**ধর্মের কথা বলে আর কাউকেই দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে দেয়া হবে না**

**-- পরিবেশ মন্ত্রী**

বড়লেখা (মৌলভীবাজার), ১ পৌষ (১৬ ডিসেম্বর) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, ইসলামী অনেক রাষ্ট্র আছে, যেখানে ভাস্কর্য আছে। আমাদের দেশে জিয়াউর রহমানেরও ভাস্কর্য আছে। কিন্তু এটা তাদের কাছে ভাস্কর্য নয়। এটায় ইসলাম যায় না, আর বঙ্গবন্ধুর নাম শুনলে ধর্ম চলে যায়, ইসলাম চলে যায়। এদেরকে সাবধান করে দিতে চাই, হুঁশিয়ার করে দিতে চাই। ধর্মের কথা বলে দেশের বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। যারা ১৯৭১ সালে পরাজিত হয়েছিল, তারা ধর্মকে পুঁজি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। আবার তারা ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। ষড়যন্ত্রকে রুখে দাঁড়াতে হবে। সকলকে সজাগ থাকতে হবে কোনো অবস্থায় স্বাধীনতা নিয়ে যেন আর কেউ ষড়যন্ত্র করতে না পারে।

আজ মৌলভীবাজারের বড়লেখায় বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। বড়লেখায় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা প্রশাসন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

এর আগে উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে মন্ত্রী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। বড়লেখা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রত্যুষে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে মহান বিজয় দিবসের সূচনা হয়। এরপর শহিদদের স্মরণে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, বড়লেখা উপজেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ পুলিশ বড়লেখা থানা, জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিম, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বড়লেখা পৌরসভা, বড়লেখা প্রেসক্লাব, পল্লীবিদ্যুৎ আঞ্চলিক কার্যালয়সহ বিভিন্ন সংগঠন, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়।

#

দীপংকর/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৯২

**কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে মহান বিজয় দিবস পালিত**

কলকাতা (ভারত), ১ পৌষ (১৬ ডিসেম্বর) :

আজ কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন প্রাঙ্গণে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ৪৯তম মহান বিজয় দিবস পালিত হলো। দিনের শুরুতে উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসান জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর ‘বঙ্গবন্ধু কর্ণার’-এ স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। তারপর একমিনিট নীরবতা পালন শেষে বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনস্থ ‘বাংলাদেশ গ্যালারী’-তে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। এরপর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

দু’দিনব্যাপী বিজয় উৎসবের উদ্বোধনী বক্তৃতায় উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসান বলেন, বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের প্রথম মিশন কলকাতা, ফলে বাংলাদেশের ৪৯তম বিজয় দিবসে এই মিশনে বিজয় উৎসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ সরকারের প্রথম কার্যালয়ও এ মিশনটি। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ নেয়ার পর ১৮ এপ্রিল কলকাতা মিশনে প্রথম পতাকা উত্তোলিত হয়। তিনি আরো বলেন, ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে আমাদের ঋণের শেষ নেই। ৭২ লাখ শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল। এ অঞ্চলের জনগণ তাদের খাবার ভাগ করে আমাদেরকে দিয়েছেন।

বিজয় উৎসবের দ্বিতীয় দিনে আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। প্রধান আলোচক ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক বীর মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট কর্ণেল (অবঃ) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, বীরপ্রতীক। এছাড়া আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননাপ্রাপ্ত ও বিশিষ্ট সাংবাদিক সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত।

‘বাংলাদেশ-এর বিজয় উৎসব-২০২০’ এ দু’দিনই পশ্চিমবঙ্গ কলকাতায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় থাকবে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আবৃত্তি, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আলোকচিত্র ও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী। বিজয় দিবসের প্রথম দিনে আবৃত্তি করেন শুভদীপ চক্রবর্তী, চিরন্তন বন্দোপাধ্যায় ও রোজী ঘোষ দে। নৃত্য পরিবেশন করেন সুমিতা ভট্টাচার্য ও তার দল। এরপর বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী শমীক পাল গান পরিবেশন করে দর্শক শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন।

বিজয় উৎসবের দ্বিতীয় দিনে আবৃত্তি করবেন প্রনতি ঠাকুর ও সৌমিত্র ঘোষ। নৃত্য পরিবেশন করবেন সুমিতা ভট্টাচার্য ও তার দল। সংগীত পরিবেশন করবেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী রুপঙ্কর বাগচী ও শতাব্দী রায়। এ অনুষ্ঠানের সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

#

মোফাকখারুল/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/২২১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৯১

**অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশকে এগিয়ে নেয়ার দৃঢ় ঐক্য ধারণ করতে হবে**

**-- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

পিরোজপুর, ১ পৌষ (১৬ ডিসেম্বর) :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, বিজয় দিবসে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নে সবাইকে দৃঢ় ঐক্য ধারণ করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে সমুন্নত রাখার প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

আজ পিরোজপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের শহিদ আব্দুর রাজ্জাক-সাইফ মিজান স্মৃতি সভাকক্ষে মহান বিজয় দিবস ২০২০ উপলক্ষে পিরোজপুর জেলা প্রশাসন আয়োজিত ‘জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন’ শীর্ষক আলোচনা সভা, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

এ সময় তিনি জানান, যে যে দলই করি না কেনো আমাদের একটা জায়গায় বিশ্বাস করতে হবে, আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করি। এর মাধ্যমে দেশের নেতৃত্বকে বেছে নিতে হবে।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রমাণ করে দিয়েছেন যুদ্ধাপরাধীদের কোনো ক্ষমা নেই। তবে যুদ্ধাপরাধীদের প্রেতাত্মা আমাদের মাঝে রয়ে গেছে। এরা বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত করার দুঃস্বপ্নে বিভোর রয়েছে। এদেরকে সকলে মিলে প্রতিহত করতে হবে।

এদিন সকালে পিরোজপুরের নাজিরপুরে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে মহান বিজয় দিবসের কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মন্ত্রী। পরে নাজিরপুরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ফুল দিয়ে বরণ করেন মন্ত্রী। এরপর নাজিরপুরে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার উদ্বোধন করেন তিনি।

পিরোজপুরের জেলা প্রশাসক আবু আলী মোঃ সাজ্জাদ হোসেনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুরের পুলিশ সুপার হায়াতুল ইসলাম খান এবং পিরোজপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হাকিম হাওলাদার।

#

মাইদুল/নাইচ/সঞ্জীব/রফিকুল/সেলিম/২০২০/২২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৯০

**বাংলাদেশকে আর কেউ পেছনে নিতে পারবে না**

**-- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

মানিকগঞ্জ, ১ পৌষ (১৬ ডিসেম্বর) :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, শেখ হাসিনাই প্রথম দেশে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। এর আগে বিএনপি সরকার যুদ্ধাপরাধীদের এমপি-মন্ত্রী করে সংসদে পাঠিয়ে দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের অর্জনকে অসম্মান করেছে, মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। আজ আবারো একাত্তরের সেই পরাজিত শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে। এরা আবারো ক্ষমতায় যাবার পায়তারা করছে, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে নষ্ট করে দিতে চাচ্ছে। এই শক্তি এ দেশে আর কখনই ঠাঁই পাবে না। কারণ গোটা দেশই এখন শেখ হাসিনার সাথে আছে। কারণ, শেখ হাসিনা এখন বাংলাদেশকে উন্নয়নের সঠিক পথে তুলে এনেছেন। এই বাংলাদেশকে আর কেউ পেছনে টেনে নিতে পারবে না।

আজ মানিকগঞ্জে কর্ণেল মালেক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বহির্বিভাগ উদ্ধোধন শেষে এসব কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।

মানিকগঞ্জবাসীকে প্রধানমন্ত্রী অনেক কিছু দিয়েছেন। ব্রিজ, মেডিকেল, শিল্প কারখানা দিয়েছেন, রাস্তাঘাট মেরামত করে দিয়েছেন, দেবেন্দ্র কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন করেছেন।তিনি এলাকায় নির্বাচিত প্রতিনিধি চেয়েছিলেন, আপনারা দিয়েছেন।তিনিও দুহাত উজার করে মানিকগঞ্জবাসীকে দিয়ে যাচ্ছেন বলেও সভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান।

আজ কর্ণেল মালেক হাসপাতালের বহির্বিভাগ এর উদ্বোধনকালে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ প্রসঙ্গে মন্ত্রী আরো বলেন, করোনায় মৃত্যুর হার সামান্য কিছুটা বাড়ছে। তাই সবাইকে মাস্ক পরতে হবে।

করোনা নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরো জানান, দেশে এখন করোনা নিয়ন্ত্রণে আছে বলেই দেশের অর্থনীতিও এখনও নিয়ন্ত্রণে আছে।এই করোনাকালেও দেশের অর্থনীতি এখন ৫ ভাগ বৃদ্ধি হয়েছে। ভারত, পাকিস্তানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এখন ৭ ভাগেরও নিচে নেমে মাইনাসে আছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রবৃদ্ধি ১৭ ভাগ মাইনাসে গেছে। অথচ বাংলাদেশ এই সময়ে ফরেইন রেমিট্যান্স থেকে রেকর্ড অর্থ পেয়েছে।এতকিছুর পরও একটি মহল বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ করেন মন্ত্রী। তিনি ধর্মের নামে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের বিরোধিতাকারীদের প্রতিরোধের আহ্বান জানান।

এ সময় স্বাস্থ্য সেবা সচিব আবদুল মান্নান বলেন, বঙ্গবন্ধুকে যারা মেনে নিতে পারে না, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যারা সন্দেহ করে তারা বাঙালি হতে পারে না।

উদ্বোধন শেষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কর্ণেল মালেক মেডিকেল কলেজটি পরিদর্শন করেন ও হাসপাতালটির চিকিৎসক নার্সদের সাথে পৃথক একটি বৈঠক করেন।

কর্ণেল মালেক মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. আকতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে সভায় আরো বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব আবদুল মান্নান, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব আলী নূর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর এবিএম খুরশির আলম, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের মহা পরিচালক, প্রফেসর এনায়েত, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভপতি মুবিন খানসহ জেলার অন্য নেতৃবৃন্দ।

#

মাইদুল/নাইচ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২১৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৮৯

**বাঙালিরা আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বিশ্বে মাথা উঁচু করে বাঁচবে**

**-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১ পৌষ (১৬ ডিসেম্বর) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, বাঙালিরা নিজেদের আত্মমর্যাদা নিয়ে সারা বিশ্বে মাথা উঁচু করে বাঁচবে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের উপর আঘাত করলে, ভাস্কর্যের বিরোধিতা করে জাতির পিতাকে অসম্মানিত করলে পুরো জাতির বুকের রক্তক্ষরণ হয়। তাই এ ধরনের কার্যক্রম দেশের মাটিতে আর করতে দেয়া হবে না। যদি কেউ চেষ্টা করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে তা মোকাবিলা করবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

মন্ত্রী আজ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নগর ভবনে আয়োজিত ৪৯তম মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) সহ মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা সকল প্রতিষ্ঠানে চলমান কার্যক্রমের গুণগত মান এবং রাষ্ট্রের পরিপন্থী কাজের সাথে যুক্ত থাকলে কারো সাথে কোনো আপস করা হবে না।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ।

#

হায়দার/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০২০/২০৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৮৮

**পাকিস্তানে বাংলাদেশের বিজয় দিবস উদযাপিত**

ইসলামাবাদ (পাকিস্তান), ১ পৌষ (১৬ ডিসেম্বর) :

আজ বাংলাদেশ হাইকমিশন ইসলামাবাদ যথাযথ মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে ৪৯তম মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করেছে। করোনা পরিস্থিতির মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে হাইকমিশন প্রাঙ্গণে দিনব্যাপী বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ হাইকমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং ইসলামাবাদে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিগণ এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এ উপলক্ষে চান্সারি প্রাঙ্গণ বিজয় দিবসের ব্যানার, পোস্টার ও অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে সজ্জিত করা হয়।

হাইকমিশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং প্রবাসীদের উপস্থিতিতে চান্সারি প্রাঙ্গণে হাইকমিশনার মোঃ রুহুল আলম সিদ্দিকী আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। পতাকা উত্তোলনের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রমান আকৃতির প্রতিকৃতি ও অস্থায়ী জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে বঙ্গবন্ধু ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন হাইকমিশনার ও অন্যান্য কর্মকর্তা। হাইকমিশনার ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে ‘বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ’ বিষয়ে আলোকচিত্র, পোস্টার, বই ও প্রকাশনার দু’টি পৃথক প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন।

আলোচনা পর্বে হাইকমিশনের কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটসহ মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও বাংলাদেশের জন্য এর তাৎপর্য তুলে ধরেন। হাইকমিশনার বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের এ দিনে দীর্ঘ তেইশ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম, নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতি চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে।

এরপর বঙ্গবন্ধু ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। বিজয় দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়।

সবশেষে, জাতির পিতা ও মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি, অগ্রগতি ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

#

মোস্তফা/ফারহানা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/২০৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৮৭

**৫৫ বছর পর আবার চিলাহা‌টি- হল‌দিবাড়ী রেলপথ চালু হ‌চ্ছে আগামীকাল**

নীলফামারী, ১ পৌষ (১৬ ডিসেম্বর) :

আগামীকাল ১৭ ডি‌সেস্বর চালু হ‌বে বাংলা‌দেশ ও ভার‌তের ম‌ধ্যে এক‌টি নতুন রেল ক‌রি‌ডোর চিলাহা‌টি - হলদিবাড়ী লাইন। বাংলা‌দেশ এবং ভার‌তের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় ভি‌ডিও কনফারেন্সিংয়ের‌ মাধ্য‌মে রেলপথের উদ্বোধন করবেন।

সরকার আন্তঃআঞ্চলিক যোগাযোগ জোরদারকরণের মাধ্যমে ব্যবসা- বাণিজ্য ও পর্যটন খাতের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে মোট ৭টি ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্টের মধ্যে ৪টি-তে রেলওয়ে সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে ৫ম ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্ট হিসেবে চিলাহাটি-হলদিবাড়ী রেলসংযোগটি সংযোজিত হচ্ছে।

চিলাহাটি ও হলদিবাড়ী বর্ডার রেলপথটি চালু হলে বাংলাদেশের মোংলা পোর্ট এবং উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে ভারতের উত্তর-পূর্ব অংশ, নেপাল এবং ভুটানের মধ্যে আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যোগাযোগ অবকাঠামো মানোন্নয়নের মাধ্যমে বাণিজ্যিক কায্যক্রম জোরদার হবে। রাজধানী ঢাকাসহ বাংলাদেশ ও ভারতের সাথে নিরবচ্ছিন্ন ট্রেন চলাচল সম্ভব হবে। ফলে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে এবং জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে রেলের অবদান বৃদ্ধি পাবে। কন্টেইনার ট্রেনও পরিচালনা শুরু করা যাবে। এর ফলে রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশি পর্যটকগণ দার্জিলিংসহ উত্তর-পূর্ব ভারতে দ্রুত ও সহজে ভ্রমণ করতে পারবেন।

#

শরিফুল/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০২০/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৮৬

পাকিস্তানি দোসররা আজও স্বাধীন বাংলাদেশে বিচরণ করছে

-- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

রৌমারী (কুড়িগ্রাম), ১ পৌষ (১৬ ডিসেম্বর) :

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন বলেছেন, পাকিস্তানি দোসররা আজও বাংলাদেশে বিচরণ করছে। তারা ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় মেতে উঠেছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ তাঁর নির্বাচনি এলাকা রৌমারীতে উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে মুক্তিযুদ্ধে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর সমবেত স্থানীয় জনগণের উদ্দেশ্যে এসব কথা বলেন ।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, যারা কুষ্টিয়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি ভেঙেছে, তাদেরকে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। এদের সম্পর্কে সবাইকে সব সময় সজাগ ও সর্তক থাকতে হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন রৌমারী উপজেলা চেয়ারম্যান শেখ আব্দুল্লাহ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আল ইমরান, সহকারী পুলিশ সুপার (রৌমারী সার্কেল) এইচএম মাহফুজার রহমান, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোজাফ্ফর হোসেন, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মাহমুদা আক্তার স্মৃতি, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল ইসলাম মিনু, উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম শাহিন, উপজেলা আওয়ামী মহিলা লীগের সভাপতি সুরাইয়া পারভীন এবং উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার ও বন্দবেড় ইউপি চেয়ারম্যান যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ আব্দুল কাদের।

#

রবীন্দ্রনাথ/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৮৫

বিজয় ধরে রাখতে হলে বিজয়ী চেতনা নিয়ে সকলকে এগুতে হবে

-- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী

ঢাকা, ১ পৌষ (১৬ ডিসেম্বর) :

মহান বিজয় দিবস উদ্যাপন উপলক্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে ড. আনোয়ার হোসেন অডিটরিয়ামে ‘জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার’ শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান দেশের বর্তমান অবস্থার সাথে মুক্তিযুদ্ধের সময়ের তুলনা করে বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় যে সকল মুক্তিযুদ্ধবিরোধীরা বিরোধিতা করেছিল, তারা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে দেশের সার্বভৌমত্বকে ভূলুন্ঠিত করতে। বিজয় ধরে রাখতে হলে বিজয়ী চেতনা নিয়ে সকলকে এগুতে হবে এবং সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কোনোভাবেই এদের ছাড় দেয়া যাবে না।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য উপস্থাপন করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আনোয়ার হোসেন। সভাপতিত্ব করেন পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ সানোয়ার হোসেন।

আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সদস্য (প্রকৌশল) ড. প্রকৌশলী মোঃ আবদুস ছালাম। এছাড়া সভার বিষয়বস্তুর ওপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ্ বিভিন্ন সংস্থা প্রধানগণ বক্তব্য রাখেন। পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ সানোয়ার হোসেন সভায় সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্ত দপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

বিবেকানন্দ/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৮৪

**মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপনে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের বাস্তবায়িত প্রচার কার্যক্রম**

ঢাকা, ১ পৌষ, (১৬ ডিসেম্বর) :

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আজ জাতীয় কর্মসূচির আলোকে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর স্বাস্থ্যবিধি মেনে দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।

ঢাকা মহানগরীতে পোস্টার প্রদর্শন, সড়ক প্রচার, ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন, নৌপথে সংগীতানুষ্ঠান আয়োজন, দিবসের তাৎপর্যভিত্তিক তথ্যচিত্র/ডকুমেন্টারি প্রদর্শন, ভ্রাম্যমাণ ট্রাকে সংগীত প্রচার এবং অনলাইনে প্রচার ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য প্রচার কার্যক্রম।

ঢাকায় হাতিরঝিলে ওয়াটারবাসে অধিদপ্তরের ও আমন্ত্রিত অতিথি শিল্পীদলের সমন্বয়ে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের গান পরিবেশিত হয়। এছাড়া বুড়িগঙ্গা নদীর তীরবর্তী এলাকায় নৌপথে ঢাকা জেলা তথ্য অফিস অনুরূপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।

মহান বিজয় দিবসের সকল কার্যক্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ তদারকি করেন।

#

তৈয়ব/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৮৩

বঙ্গবন্ধুর ঋণ কখনো শোধ হবে না

-- ধর্ম সচিব

ঢাকা, ১ পৌষ, (১৬ ডিসেম্বর) :

ধর্ম সচিব মোঃ নুরুল ইসলাম বলেছেন, ‘বাংলাদেশ যতদিন থাকবে, বঙ্গবন্ধুর প্রতি আমাদের ঋণ ততোদিন থাকবে। বঙ্গবন্ধুর ঋণ আমরা কখনো শোধ করতে পারবো না।’

আজ জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে মহান বিজয় দিবস-২০২০ উদ্যাপন উপলক্ষে পবিত্র কুরআনখানি, আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুুুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

ধর্ম সচিব বলেন, বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে কোনো নেতার দ্বারা যা সম্ভব হয়নি বঙ্গবন্ধু তা সম্ভব করেছিলেন। তিনি বাঙালি জাতিকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র উপহার দিয়েছেন।

মহান বিজয় দিবস-২০২০ এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে শাহাদত বরণকারী তাঁর পরিবারের সকল শহিদ সদস্য, জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহিদ, দুই লাখ নির্যাতীতা মা- বোনসহ যাদের অপরিসীম আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল, তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি প্রার্থনা করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পবিত্র কুরআনখানি, আলোচনা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক আনিস মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অভ্ গভর্নরের গভর্নর ড. মাওলানা কাফিল উদ্দিন সরকার সালেহী, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সহকারী পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা- কর্মচারীসহ মুসুল্লিগণ অংশ গ্রহণ করেন।

#

আনোয়ার/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৮২

ঢাকা টু রৌমারী বিআরটিসি বাস সার্ভিস উদ্বোধন করেন গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

রৌমারী (কুড়িগ্রাম), ১ পৌষ, (১৬ ডিসেম্বর) :

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন বলেছেন, অবকাঠামো যেকোনো দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত। অবকাঠামোর উন্নয়ন ছাড়া কোনো দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশের মধ্যকার রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্টসহ বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলায় মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা হিসেবে যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে পিছিয়ে পড়া রৌমারীর মানুষদের ঢাকা টু রৌমারী চলাচলের সুবিধার্থে ২টি এসি ও ৩টি নন-এসি বিআরটিসি বাস সার্ভিসের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন, আর তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন।

রৌমারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আল ইমরানের সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এর চেয়ারম্যান মোঃ এহছানে এলাহী এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রতন চন্দ্র পন্ডিত।

#

রবীন্দ্রনাথ/সাহেলা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৮১

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১ পৌষ (১৬ ডিসেম্বর) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ঘণ্টায় দেশে ১৭ হাজার ২৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৬৩২ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৪ লাখ ৯৫ হাজার ৮৪১ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায়২৭জন-সহ এ পর্যন্ত ৭ হাজার ১৫৬জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৪ লাখ ২৯ হাজার ৩৫১ জন।

#

হাবিবুর/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৪৮৮০

**শ্রীলঙ্কায় মহান বিজয় দিবস পালিত**

ঢাকা, ১ পৌষ (১৬ ডিসেম্বর) :

যথাযোগ্য মর্যাদা এবং ভাবগাম্ভীর্যের সাথে আজ শ্রীলঙ্কায় বাংলাদেশ হাইকমিশনে মহান বিজয় দিবস- ২০২০ পালিত হয়। সকালে হাইকমিশন প্রাঙ্গণে শ্রীলঙ্কায় নবনিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার তারেক মোঃ আরিফুল ইসলাম জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসের সূচনা করেন। এরপর সমবেত সকলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন।

শুরুতে জাতির পিতা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী বীর শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের রুহের মাগফেরাত এবং বাংলাদেশের সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করে মোনাজাত করা হয়। বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও বার্তা প্রদর্শন করা হয়। পরে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ,পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়।

মহান বিজয় দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন হাইকমিশনার, উপ-হাইকমিশনার-সহ মিশনের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। এতে সভাপতিত্ব করেন হাইকমিশনার তারেক মোঃ আরিফুল ইসলাম।

হাইকমিশনার তাঁর বক্তব্যে জাতিরপিতাবঙ্গবন্ধুরআজন্মলালিতস্বপ্নক্ষুধাও দারিদ্র্যমুক্ত ‘সোনার বাংলা’ বিনির্মাণে সকলকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকারের উন্নয়নমূলককর্মকাণ্ডে সর্বাত্মকসহযোগিতা প্রদান এবংনতুনপ্রজন্মকেমুক্তিযুদ্ধেরচেতনায়উজ্জীবিতহয়ে দেশ গড়ার আহ্বান জানান। হাইকমিশনার বলেন, বাংলাদেশ এখন বিশ্বে  উন্নয়নের ‘রোল মডেল’ হিসেবেপরিচিতি লাভ করেছে। এই ধারাবাহিকতাকে রক্ষায় তিনি সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

#

ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৪৮৭৯

**সকল অপশক্তিকে রুখতে সম্মিলিত প্রচেষ্টাই হোক এবারের বিজয় দিবসের প্রতিজ্ঞা**

**-- গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ পৌষ (১৬ ডিসেম্বর) :

গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বলেছেন, মৌলবাদী অপশক্তিকে রুখতে হলে সর্বস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে সর্বস্তরের জনগণ যেমন ঐক্যবদ্ধভাবে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়েপড়েছিল, আজ দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি নিশ্চিত করতে এবং মৌলবাদী অপশক্তিকে রুখে দিতে সবাইকে তেমনি ঐক্যবদ্ধ ও সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

৪৯তম বিজয় দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসন ময়মনসিংহ কর্তৃক আয়োজিত ‘জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তি সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন’ শীর্ষক আলোচনা সভায় অনলাইনে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশপ্রেমিক জনতা মৌলবাদীদের সকল অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে দেশকে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করবে। ’৭১র পরাজিত শক্তি দেশকে অস্থিতিশীল করে হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার চক্রান্তে কখনোই সফল হবে না।

ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে জুম প্ল্যাটফর্মে আয়োজিত এই আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহের বিভাগীয় কমিশনার কামরুল হাসান এনডিসি, ময়মনসিংহ রেঞ্জের ডিআইজি ব্যারিস্টার হারুন-অর-রশিদ বিপিএম।

#

রেজাউল/সাহেলা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৭২৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                               নম্বর : ৪৮৭৮

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করে সোনার বাংলা গড়তে হবে

-- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ১ পৌষ, (১৬ ডিসেম্বর) :

          নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরী বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়ন করতে হবে। এটা আমাদের বিজয় দিবসের শপথ।

          প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর মতিঝিলে বিআইডব্লিউটিএ ভবনে ‘মহান বিজয় দিবস ২০২০’ উদ্যাপন উপলক্ষে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

          খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী ও দূরদর্শি নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। করোনা মহামারিতেও উন্নয়ন প্রকল্প বাধাগ্রস্ত হয়নি। পদ্মা সেতু এখন দৃশ্যমান; সকল ষড়যন্ত্র ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সরকার নিজস্ব অর্থে পদ্মা সেতু নির্মাণ করে দেশকে বিশ্বের কাছে মর্যাদার আসনে নিয়ে গেছে। মাতারবাড়ী সমুদ্র বন্দর, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, চারলেন-ছয় লেনের মহাসড়ক, মেট্রোরেল ও এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কার্যক্রম দেশরত্ন শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এগিয়ে চলছে।

          নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম শাহজাহান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কে এম তারিকুল ইসলাম, নৌপরিবহন অধিদফতরের মহাপরিচালক কমডোর আবু জাফর মোঃ জালাল উদ্দিন, বিআইডব্লিউটিসি’র চেয়ারম্যান সৈয়দ মোঃ তাজুল ইসলাম এবং বিআইডব্লিউটিএ’র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক।

#

জাহাঙ্গীর/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৭৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                               নম্বর : ৪৮৭৭

স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করতে হবে

                                                             -- বাণিজ্যমন্ত্রী

রংপুর (পীরগাছা) ১ পৌষ, (১৬ ডিসেম্বর) :

          বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশবিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করতে হবে। কোনো অপশক্তি যেন মাথা চারা দিয়ে উঠতে না পারে, সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি এখনও সক্রিয় আছে। তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করতে চায়।

          মন্ত্রী আজ রংপুরের পীরগাছা উপজেলা পরিষদ হল রুমে মহান বিজয় দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

          পীরগাছা উপজেলা নির্বাহী অফিসার জেসমীন প্রধানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ওয়াজেদ আলী সরকার, পীরগাছা উপজেলা চেয়ারম্যান শাহ মাহবুবার রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান আরিফুল হক লিটন, সহকারী কমিশনার (ভুমি) জান্নাতআরা ফেরদৌস, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি তছলিম উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ মিলন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন-বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

          আলোচনা শেষে বাজ্যিমন্ত্রী উপজেলা পরিষদের জাইকা অর্থায়নে উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প থেকে উপজেলার ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এলইডি টিভি ও ল্যাপটপ বিতরণ করেন। এর আগে মন্ত্রী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে মুক্তিযোদ্ধা আর্কাইভ উদ্বোধন করেন এবং উপজেলা যুবলীগের আয়োজনে বঙ্গবন্ধুর ভাষ্কর্য ভাঙ্গার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেন।

          মহান বিজয় দিবসের সকালে বানিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশিসহ, উপজেলা প্রশাসন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সরকারি, বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান উপজেলা পরিষদের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পমাল্য অপর্ণ করেন। পরে, মন্ত্রী কাউনিয়া উপজেলায় বিজয় দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচিতে যোগদান করে প্রধান অতিথির বক্তব্য্য বক্তব্য রাখেন।

#

বকসী/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৭২০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৪৮৭৬

বিজয় দিবসের আলোচনায় প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা

**ভাস্কর্য আছে এবং থাকবে**

ঢাকা, ১ পৌষ (১৬ ডিসেম্বর) :

মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, দেশে ভাস্কর্য আছে, থাকবে এবং আরো স্থাপন করা হবে। যারা ভাস্কর্যে আঘাত হানে, তারা শুধু ভাস্কর্য আঘাত হানে না, তারা অসাম্প্রদায়িকতা, স্বাধীনতার মূল্যবোধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ওপর আঘাত হেনেছে। এটা চলতে পারে না। নতুন প্রজন্ম তা কোনোদিন মেনে নিতে পারে না।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আয়োজিত ‘জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধ অর্জন’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

শিশুদের উদ্দেশ্যে করে প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা আরো বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বিজয় একদিনে আসেনি। জাতির পিতা বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা, ৬৯’র গণঅভ্যুত্থান, সত্তর সালের নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের সাত মার্চের ঐতিহাসিক বজ্রকণ্ঠের ভাষণের মাধ্যমে জাতিকে স্বাধীনতা অর্জনের দিকে চালিত করেন। সুদীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জিত হয়। শিশুদের মা-বাবাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, সন্তানদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস শেখাতে হবে। স্বাধীনতান কথা বলতে হবে এবং মূল্যবোধ-নৈতিকতার কথা শেখাতে হবে। তিনি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে একজনের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান লাকী ইনামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবেব উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রওশন আক্তার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিশু একাডেমির মহাপরিচালক জ্যোতি লাল কুরী।

#

আলমগীর/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৭১৫ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৪৮৭৫

**বিজয় দিবসের প্রত্যয় স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তিকে নির্মূল করা**

**-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ পৌষ (১৬ ডিসেম্বর) :

'স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তিকে নির্মূল করাই বিজয় দিবসের প্রত্যয়' বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ বিজয় দিবসের সকালে রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে দলীয় নেতৃবৃন্দের সাথে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণশেষে মন্ত্রী সাংবাদিকদের একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের সার্থকতা সেখানেই, বঙ্গবন্ধু যে উন্নত রাষ্ট্র গড়তে চেয়েছিলেন, স্বাধীনতার পর মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় তাকে হত্যা করার কারণে তিনি সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে যেতে না পারলেও আজকে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নপূরণের পথে অদম্য গতিতে এগিয়ে চলছে।

আজকে অর্থনৈতিক, মানবউন্নয়ন, সামাজিক- সকল সূচকে আমরা পাকিস্তানকে অতিক্রম করেছি, অনেক সূচকে আমরা ভারতকেও ছাড়িয়ে গেছি- এখানেই বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গবন্ধুকন্যার সার্থকতা, বলেন ড. হাছান।'কিন্তু বিজয়ের ৪৯ বছর পরও আজ স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি মাঝেমধ্যে আস্ফালন করে এবং এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন জিয়াউর রহমানের প্রতিষ্ঠিত বিএনপি' উল্লেখ করেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

মন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে যারা পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করে লড়াই করেছিল, দলগতভাবে সেই জামায়াতে ইসলামিকে বিএনপি তাদের জোটসঙ্গী করেছে। যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে না, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে বিএনপি রাজনীতি করে আর দিবানিশি স্বপ্ন দেখে এদেশকে কীভাবে আবার পাকিস্তান- তালেবানী রাষ্ট্র বানানো যায়। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক।'

'এই ষড়যন্ত্র রুখতে বিজয়ের এই দিনে আমাদের প্রত্যয়, বাংলাদেশে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তিকে নির্মূল করা', ঘোষণা করেন তথ্যমন্ত্রী।

#

আকরাম/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৬৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৭৪

**বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত**

**- খাদ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ পৌষ (১৬ ডিসেম্বর) :

খাদ্যমন্ত্রী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে যেমন বঙ্গবন্ধুকে চিন্তা করা যায় না; তেমনি বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের কথা চিন্তা করা যায় না। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশের মানুষের জন্য একটি স্বাধীন ভূখণ্ডের স্বপ্ন দেখেছিলেন। স্বাধীন একটি দেশ উপহার দেবার মাধ্যমে এদেশের জনগণকে পরাধীনতার শৃংখল থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তার সে স্বপ্নের বাস্তবায়ন হয় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। স্বাধীনতার পর তিনি যখন বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে দেশটাকে পুনর্গঠন করে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন ঠিক তখনই স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি তাকে সপরিবারে হত্যা করে।

মুজিব জন্মশতবর্ষ ও বিজয় দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে আজ খাদ্য ভবনে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। খাদ্য সচিব মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা কে হত্যা করলেও তারা তাঁর আদর্শকে হত্যা করতে পারেনি। তিনি বলেন, জীবিত বঙ্গবন্ধুর চেয়ে মৃত বঙ্গবন্ধু আরো বেশি শক্তিশালী। তাঁর আদর্শ প্রতিটি মানুষের অন্তরে অন্তরে পৌঁছে গিয়েছে। এটাকেই এই স্বাধীনতা বিরোধীদের ভয়। আর এ কারনেই এই অশুভ চক্র বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মাণের বিরোধিতা করে চলেছে।

তিনি বলেন, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ভাস্কর্য রয়েছে। অনেক মুসলিম দেশে ভাস্কর্য রয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীনতাবিরোধী চক্র এখনও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বাংলাদেশে যে অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ, অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি তা তারা নস্যাৎ করতে চায়।

স্বপ্নের পদ্মা সেতুর কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ইতোমধ্যেই পদ্মা সেতুর শেষ স্প্যান বসানো হয়েছে। এটা এখন স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের চোখে কোন উন্নয়ন ধরা পড়ে না, তাই তারা প্রতিটি কাজেরই বিরোধিতা করে থাকে ।

আলোচনা সভায় মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ এসময়ম উপস্থিত ছিলেন।

#

সুমন/অনসূয়া/জসীম/কুতুব/২০২০/১৬০০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৪৮৭৩

‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’

**গতকালের বিজয়ীদের তালিকা**

ঢাকা, ১ পৌষ (১৬ ডিসেম্বর) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে মুজিববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত অনলাইনভিত্তিক ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতার গতকালের কুইজে স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচ জন হলেন:এসকেশামীম, আনোয়ারুলইসলাম, ফারজানাইয়াসমিনটুম্পা, দিবাপাল ওমো. মাহমুদহাসান।

গতকালের কুইজে ৬৭হাজার২৫২জনপ্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচজনসহ ১০০ জিবি মোবাইল ডাটা বিজয়ী ১০০ জনের ছবিযুক্ত নামের তালিকা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ওয়েবসাইট [https://mujib100.gov.bd](https://mujib100.gov.bd/) অথবা [https://quiz.priyo.com](https://quiz.priyo.com/)থেকে জানা যাবে।

#

মোহসিন/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২০/১৩৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৭২

**বঙ্গবন্ধু নিশ্চিত ছিলেন দেশে স্বাধীনতা আসবেই**

**-শিল্পমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ পৌষ (১৬ ডিসেম্বর):

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, বঙ্গবন্ধু নিশ্চিত ছিলেন দেশে স্বাধীনতা আসবেই, তাই তো তিনি মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ভেবেছিলেন কিভাবে দেশকে পুনর্গঠন করা করা যায়। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারাজীবন অসম্প্রদায়িক ও অর্থনৈতিক মুক্তির রাজনীতি করেছেন।

মহান বিজয় দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিল্পমন্ত্রী আজ এসব কথা বলেন। শিল্পসচিব কে এম আলী আজমের সভাপতিত্বে আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, উন্নত ও ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পায়ন করতে বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার নির্দেশনার আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করছে। ইতোমধ্যে এর সুফল আমরা ভোগ করছি। শিল্পমন্ত্রী প্রযুক্তি নির্ভর চিন্তাভাবনা থেকে শিল্পায়ন গড়ে তুলতে মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থা প্রধানদের আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কোনো চিনিকল বন্ধ হবে না এবং চিনিকলের কোনো শ্রমিকও ছাঁটাই হবে না। বরং আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পায়নের মাধ্যমে চিনিকলসমূহকে লাভজনক করতে শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করছে।

আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত প্রণোদনার কারণে দেশে শিল্পায়নসহ সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম সচল রয়েছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের অবকাঠামো নির্মাণ ও বিদ্যুত সরবরাহ নিশ্চিত করায় স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে। তিনি বলেন, ৭ই মার্চের ভাষণে এমন কোনো বিষয় ছিল না যেটি নিয়ে বঙ্গবন্ধু নির্দেশনা দেননি। দুর্নীতিবাজরা যেন কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য তিনি এদের বিরুদ্ধে ঐকবদ্ধভাবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

আলোচনা সভায় মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির উন্নতি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর-সংস্থাসমূহের উর্ধতন কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে শিল্প মন্ত্রণালয়ের চত্বরে স্থাপিত জাতির পিতার ম্যুরাল  এবং মন্ত্রণালয়ের লবিতে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

 #

জাহাঙ্গীর/অনসূয়া/জসীম/শামীম/২০২০/১৫০৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৭১

**জাতিকে আলোকিত ও ইতিহাস-সচেতন করে গড়ে তোলার সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর**

**- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ পৌষ (১৬ ডিসেম্বর):

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, দেশ ও জাতিকে আলোকিত ও ইতিহাস-সচেতন করে গড়ে তোলার সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান হচ্ছে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর। ১৯৭৫ হতে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ২১ বছরে যারা জন্মগ্রহণ করেছিল তারা বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে অন্ধকারে ছিল। তাদেরকে সচেতনভাবে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে দেয়া হয়নি। তাই নতুন প্রজন্মের সামনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুসহ মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরতে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ ব্যাপারে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরি।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে 'মহান বিজয় দিবস ২০২০' উপলক্ষ্যে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রীবলেন, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরকে একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য নকশায় 'গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের সদর দপ্তরের বহুতল ভবন নির্মাণ প্রকল্প' হাতে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া চট্টগ্রামে নির্মিত হচ্ছে সর্বাধুনিক বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার এবং মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক কেন্দ্র যার মাধ্যমে চট্টগ্রামবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হচ্ছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান অভিহিত করে তিনি বলেন, তাঁরা নিঃস্বার্থভাবে দেশের জন্য নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। শুধুমাত্র দেশপ্রেম ও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাকের কারণে এটি সম্ভব হয়েছিল।

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবু বকর সিদ্দিক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের পরিচালক (লাইব্রেরি, উন্নয়ন ও আইসিটি) এ জে এম আব্দুল্যাহেল বাকী ও পরিচালক (প্রশাসন ও হিসাব) তপন কুমার বিশ্বাস।

এর আগে প্রতিমন্ত্রী গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের পাঠকক্ষে নবনির্মিত 'বঙ্গবন্ধু কর্ণার' উদ্বোধন করেন।

 #

ফয়সল/অনসূয়া/জসীম/সুবর্ণা/শামীম/২০২০/১৪৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৭০

**মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ১ পৌষ (১৬ ডিসেম্বর):

মহান বিজয় দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে আজ বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে কুরআনখানি, আলোচনা, দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অভ গভর্নরসের গভর্নর মাওলানা কাফিলুদ্দীন সরকার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক আনিস মাহমুদ।

দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে শাহাদাতবরণকারী শহীদদের রূহের মাগফেরাত কামনায় বিশেষ দোয়া করা হয়। বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম মুফতি মাওলানা মিজানুর রহমান মোনাজাত পরিচালনা করেন। মোনাজাতে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে নিহত জাতির পিতার পরিবারের সদস্যবৃন্দের রূহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালকবৃন্দ, কর্মকর্তা-কর্মচারি ও সাধারণ মুসল্লীগণ এ দোয়ায় অংশগ্রহণ করেন।

 #

শায়লা/অনসূয়া/জসীম/সুবর্ণা/শামীম/২০২০/১৪৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৬৯

**মুজিববর্ষের সময়কাল ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ সাল পর্যন্ত বর্ধিত**

ঢাকা, ১ পৌষ (১৬ ডিসেম্বর):

সরকার মুজিববর্ষের সময়কাল ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বর্ধিত করেছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সম্প্রতি এ সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপন জারী করে।

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী   
উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সরকার ইতোপূর্বে ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ২৬ শে মার্চ ২০২১ সময়কে মুজিববর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছিল। কিন্তু গৃহীত কর্মসূচিসমূহ কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির কারনে নির্ধারিত সময়ে যথাযথভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি বিধায় এই সময়সীমা বর্ধিত করা হয়েছে।

 #

অনসূয়া/জসীম/শামীম/২০২০/১৪০৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৬৮

**পরাজিত শক্তি বাংলাদেশকে মেনে নিতে পারেনি বলেই বারবার আঘাত করছে**

**-মোস্তাফা জব্বার**

ঢাকা, ১ পৌষ (১৬ ডিসেম্বর):

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, বাঙালি যুদ্ধ করে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করবে অনেকে তা চিন্তাও করতে পারেনি। আমাদের একজন বঙ্গবন্ধু ছিলেন বলেই সারা দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে পৃথিবীর অন্যতম পরাশক্তিকে পরাজিত করে মাত্র ৯মাসে প্রায় শূন্য হাতে বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছিল।ধাপে ধাপে জাতিকে সংগঠিত করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকে সুদীর্ঘ জেল, জুলম, অত্যাচার সইতে হয়েছিল। জাতির পিতাকে পরাজিত শক্তির দোসররা মেনে নিতে পারেনি বলেই বারবার আঘাত করে চলেছে।ওদের দু:সাহসের সীমা ছাড়িয়ে যেতে দেওয়া যাবেনা।মনে রাখতে হবে বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও এর অধীন অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের উদ্যোগে আগারগাঁয়ে অবস্থিত ডাকভবনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

একাত্তরের রণাঙ্গনের বীর সেনানী মোস্তাফা জব্বার যুদ্ধদিনের অভিজ্ঞতার স্মৃতি রোমন্থন করে বলেন, পাকিস্তানীদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে আমরা অনেকেই যুদ্ধ করেছি। এদেশের কিছু রাজাকার, আলবদর এবং আলশামস ছাড়া গোটা বাঙালি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তাঁর শেখানো আদর্শ বুকে ধারণ করে বিনা বাক্যে এবং বিনা প্রশ্নে যুদ্ধে গিয়েছে। সশস্ত্র যুদ্ধের বাইরে যারা ছিলেন, তাদের প্রত্যেকেই বিশেষ করে দেশের মা বোনেরা যুদ্ধে সহায়তা করেছেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শের দেখানো পথ ধরে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় চলমান ডিজিটাল বিপ্লব এগিয়ে নিতে নিরলসভাবে দায়িত্বপালনে সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মো: আফজাল হোসেনসহ বিভাগ এর অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের কমকর্তা ও কর্মচারিগণ অংশগ্রহণ করেন।

 #

শেফায়েত/অনসূয়া/জসীম/শামীম/২০২০/১৩০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৮৬৭

**ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরীর বড় ভাইয়ের ইন্তেকাল**

ঢাকা, ১ পৌষ (১৬ ডিসেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বীর বিক্রম এর বড় ভাই মাহমুদ ইলাহী গতকাল কানাডার অটোয়াতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)। মৃত্যুকালে  তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

মাহমুদ ইলাহী ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান সেক্রেটারিয়েট সার্ভিসে যোগদান করেন  এবং আলজেরিয়ায় দূতাবাসে কর্মরত অবস্থায় ১৯৭৫ সালে চাকুরি ত্যাগ করে বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী এবং এক ছেলে রেখে গেছেন।

#

মুকতাদির/অনসূয়া/জসীম/কুতুব/২০২০/১১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৮৬৬

**টোকিওতে বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত**

টোকিও (জাপান), ১৬ ডিসেম্বর :

টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস যথাযথ মর্যাদায় বিজয় দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন করেছে। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আজ দূতাবাস প্রাঙ্গণে দিনের কার্যক্রম শুরু হয় জাতীয় সংগীতের সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। পতাকা উত্তোলন করেন জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদ। পরে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

বিদ্যমান করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় বাংলাদেশ এবং জাপান সরকার এর জারীকৃত বিভিন্ন দিক নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে দূতাবাস এবছর অনলাইনে বিজয় দিবসের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। অনলাইনের এই অনুষ্ঠানে জাপানি ও জাপান প্রবাসী বাংলাদেশিসহ শতাধিক অতিথি অংশগ্রহণ করেন। এসময় মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর শহীদদের আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করে দোয়া করা হয়। এছাড়া মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়।

রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট নিহত তাঁর পরিবারের সদস্য, জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং সম্ভ্রম হারানো সকল বীর মা-বোনদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

রাষ্ট্রদূত বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিরলস পরিশ্রম ও গতিশীল নেতৃত্বের ফলশ্রুতিতে বর্তমান বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিচিত এবং আমাদের আর্থসামাজিক অগ্রগতি আজ সমগ্র বিশ্বে স্বীকৃত। তিনি বলেন, করোনাভাইরাস মহামারি মোকাবিলার ক্ষেত্রে অনেক ‍উন্নত ও উদীয়মান অর্থনীতির দেশ যখন ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির মুখে পড়েছে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে  বাংলাদেশে আশাব্যঞ্জক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। তিনি উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতা রক্ষায় সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার এবং বাংলাদেশের মর্যাদা অটুট রাখার আহ্বান জানান। তিনি জাপান প্রবাসীসহ সবাইকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানান।

আলোচনায় অংশ নিয়ে টোকিও সেক্রেড হার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং জাপান বাংলাদেশ সোসাইটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট মাসাকি ওহাসি দুদেশের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক ও বাংলাদেশের উন্নয়ন তুলে ধরে বলেন, ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ হবে আরো উন্নত ও আধুনিক। তিনি বলেন নতুন প্রজন্মের কাছে বাঙালি জাতির গর্বের সোনালী ইতিহাস বারবার তুলে ধরতে হবে।

পরে উম্মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন জাপান প্রবাসী বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। মহান মুক্তিযুদ্ধের ওপর ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

#

শিপলু জামান/অনসূয়া/জসীম/কুতুব/২০২০/১০:৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৬৫

**ডিজিটাল কমার্স এখন জাতীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ**

**-মোস্তাফা জব্বার**

ঢাকা, ১ পৌষ (১৬ ডিসেম্বর):

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ডিজিটাল কমার্স এখন জাতীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এটি এখন আর শখের কাজ নয়। তিনি বলেন ডিজিটাল কমার্স শহর ও গ্রামের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করে একটি সাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখছে।নারীরা ডিজিটাল কমার্সে ব্যাপকভাবে এগিয়ে আসায় নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

মন্ত্রী গতকাল ঢাকায় বেটার বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনআয়োজিত ডিজিটাল কমার্স বিষয়ক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মোস্তাফা জব্বার ডিজিটাল কমার্স সফলতার জন্য ডাকঘরের বিশাল অবকাঠামো ও দেশব্যাপী বিস্তৃত নেটওয়ার্ক সক্ষম করে গড়ে তোলা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে গ্রামীন ডাকঘরের জরাজীর্ণ অবকাঠামো সংস্কার কাজ শুরু হয়েছে। তিনি ডিজিটাল কমার্সের জন্য ক্যাশ অন ডেলিভারি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করে বলেন, এক্ষেত্রে একটি ডিজিটাল প্লাটফর্মসহ ডিজিটাল কমার্স সম্প্রসারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংশ্লিষ্টদের এক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা গ্রহণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। মন্ত্র্রী এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান কতিপয় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় কিছু পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, ব্যবসা বাণিজ্য যে হারে ডিজিটাল হচ্ছে সেই প্রয়োজনে নীতি-মালা, বিধি-বিধান অপরিহার্য।

বেটার বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন কর্মকর্তা মাসুদ খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিনিধি আলী কামরান আল জাহিদ এবং দারাজ, বিকাশ ও নগদের প্রতিনিধিগণ আলোচনায় অংশ নেন।

#

শেফায়েত/অনসূয়া/জসীম/শামীম/২০২০/১০৪৪ ঘণ্টা